যুক্তফ্রন্ট
ও
১৯৫৪ সালের নির্বাচন

Syed Naimur Rahman Sohel
Lecturer
CMS, Varendra University, Rajshahi

যুক্তফ্রন্ট

- ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ পূর্ব বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হলে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট (United Front) গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রধান দলগুলো ছিল-
- ১. কৃষক শ্রমিক পার্টি
- ২. আওয়ামী মুসলিম লীগ
- ৩. নিজাম-ই-ইসলাম
- ৪. গণতন্ত্রী দল।

যুক্তফ্রন্ট

- যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি নির্বাচনী জোট।
- এর প্রধান কার্যালয় ছিল ৫৬, মিসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা।
- যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নেয়।

যুক্তফ্রন্টের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ

- কৃষক-শ্রমিক পার্টি:
  একে ফজলুল হক
- আওয়ামী মুসলিম লীগ:
  হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
- নিজাম-ই-ইসলাম:
  মাওলানা আতহার আলী
- গণতন্ত্রী দল:
  হাজী মোহাম্মদ দানেশ

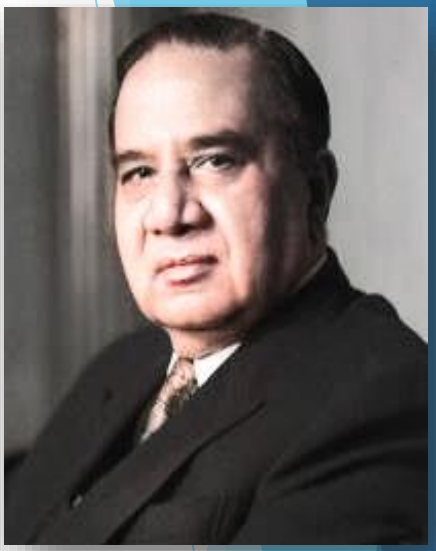

একুশ দফা

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হবার জন্য যুক্তফ্রণ্টের পক্ষ থেকে ২১টি প্রতিশ্রুতি সম্বলিত যে নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করা হয় তা-ই ২১-দফা নামে পরিচিত। ২১ দফায় বাংলা ভাষাসহ বাঙালি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ থাকায় তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

২১-দফা দাবীসমূহ

1. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে;
2. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সকল খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। খাজনার পরিমাণ হ্রাস এবং সার্টিফিকেট জারির মাধ্যমে খাজনা আদায় প্রথা রহিত করা হবে;
3. পাটব্যবসা জাতীয়করণ করে তা পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হবে এবং মুসলিম লীগ শাসনামলের পাট-কেলেঙ্কারি তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে;
4. কৃষিক্ষেত্রে সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং সরকারি অর্থ সাহায্যে কুটিরশিল্পের উন্নয়ন সাধন করা হবে;
5. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে এবং লবণ-কেলেঙ্কারির তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে;

২১-দফা দাবীসমূহ

6. কারিগর শ্রেণির গরিব মোহাজেরদের কর্মসংস্থানের আশু ব্যবস্থা গৃহীত হবে;
7. খাল খনন ও সেচব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া হবে;
8. পূর্ববঙ্গে কৃষি ও শিল্প খাতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশকে স্বাবলম্বী করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ওখঙ) মূলনীতি মাফিক শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে;
9. দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে;
10. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যকার বৈষম্য বিলোপ করে সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে;

২১-দফা দাবীসমূহ

11. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইনসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল করে সকলের জন্য উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করা হবে;
12. শাসন পরিচালনা ব্যয় হ্রাস করা হবে; যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করবেন না;
13. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিশ্ওয়াত বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
14. জননিরাপত্তা আইন, অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ কালাকানুন বাতিল, বিনাবিচারে আটক বন্দির মুক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্তদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করার অবাধ অধিকার নিশ্চিত করা হবে;

২১-দফা দাবীসমূহ

15. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে;
16. বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল নির্ধারণ করা হবে এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে;
17. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে;
18. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হবে;

২১-দফা দাবীসমূহ

19. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ববাংলা সরকারের অধীনে আনয়ন; দেশরক্ষাক্ষেত্রে স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন; এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে;

20. কোন অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কর্তৃক আইন পরিষদে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানো যাবে না; নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগপূর্বক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে;

21. যুক্তফ্রন্টের আমলে সৃষ্ট শূণ্য আসনে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট-প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

- ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- নির্বাচনে ৩০৯টি আইন সভার আসনের মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ৭২টি।
- নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, মুসলিম লীগ ১০টি নির্দলীয় সদস্যগণ ৩টি এবং খেলাফতে রব্বানী পার্টি লাভ করে ১টি।
- আইন সভার অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ৭২টি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

মুসলিম আসন

রাজনৈতিক দল বা জোট	আসন লাভ
১. যুক্তফ্রন্ট	২২৩
২. মুসলিম লীগ	১০
৩. নির্দলীয়	৩
৪. খেলাফতে রব্বানী	১
মোট মুসলিম আসন	২৩৭টি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

অমুসলিম আসন

রাজনৈতিক দল বা জোট	আসন লাভ
১. তফসিলি জাতি ফেডারেশন	২৭
২. পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪
৩. যুক্তফ্রন্ট	১৩
৪. কমিউনিস্ট পার্টি	৪
৫. বৌদ্ধ	২
৬. খ্রিস্টান	১
৭. স্বতন্ত্র প্রার্থী	১
মোট অমুসলিম আসন	৭২টি

নির্বাচনের ফলাফল

- প্রাদেশিক পরিষদে মোট ৩০৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন লাভ করে চরম পরাজয় বরণ করে।
- এ নির্বাচনের ফলে যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় নেতা এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন।
- ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রথম পর্যায়ে ৩ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেন এবং ৪ এপ্রিল ১৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

- **১. যুক্তফ্রন্ট গঠন:** মুসলিম লীগের বিপক্ষে মধ্যপন্থী, বামপন্থী ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি নির্বাচনী মোর্চা হবার কারণে মুসলীম লীগের পরাজয় নিশ্চিত হয়। তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট যৌথ ইশতেহার এর মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।
- **২. রাষ্ট্র ভাষা বিষয়ে মুসলিম লীগের অনিহা:** ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ায় এবং ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা শহীদ ও আহত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি জনগণের ঘৃণা সৃষ্টি হয়। যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী কর্মসূচীতে ৪টি দফা ছিল বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক।
- **৩. দলীয় কলহ সৃষ্টি:** পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলীম লীগ কিছু সংখ্যক নেতা সর্বস্ব দলে পরিণত হয় এবং নেতাদের পারস্পরিক মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করে। প্রগতিশীল নেতা কর্মীরা দলের প্রতি বিরূপ হয়ে দল ত্যাগ করতে থাকে অথবা নতুন দল সৃষ্টি করে ফলে দল দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **৪. পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ উপেক্ষা:** পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার অঞ্চলের জনগণের স্বার্থ বিবেচনা না করে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প স্থাপন, সরকারী চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য দেয়। পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করা হতো, তাই এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার জনগণ মুসলীম লীগের বিপক্ষে মতামত প্রদান করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

- **৫. প্রশাসনিক ব্যর্থতা:** মুসলিম লীগ সরকার প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। খাদ্য সংকট, লবণের মূল্য বৃদ্ধি, তীব্র বন্যা সমস্যা এবং পাট কেলেংকারীর জন্য জনগণের অনাস্থা পূর্বেই অর্জন করে। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মুসলীম লীগের ব্যর্থতা তুলে ধরে এবং মুসলীম লীগ সরকারের দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করতে থাকে।
- **৬. মুসলীম লীগের সংকীর্ণতা:** ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ শুরু থেকে ছিল জমিদার, জোতদার এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা পরিচালিত। ক্ষমতায় আসার পর তারা জনগণের স্বার্থ চিন্তা না করে কেবল নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যস্ত ছিল। এ স্বার্থবাদিতা এবং জনগণকে বিচ্ছিন্নতা নির্বাচনে পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হয়।
- **৭. যুক্ত ফ্রন্টের গতিশীল নেতৃত্ব:** যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন বাংলার প্রিয়নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক যুক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। কিন্তু মুসলিম লীগের ধরনের কোনো বিরল নেতা ছিলেন না।
- **৮. জনপ্রিয় ইশতেহার:** যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা ইশতেহার ঘোষণা করে যার প্রতিটি ছিল বাঙ্গালীর স্বার্থের পক্ষে। এমনকি মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচারণা মোকাবেলায় যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীর শুরুতেই কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়। যা দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

- **৯. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব :** পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী সরকারী কর্মচারী এবং অনেক বুদ্ধিজীবী ভারতে চলে যায়। তাদের শূন্য স্থান পূরণের জন্য মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হতে থাকে। মুসলীম লীগ নেতৃত্বের সাথে এই মধ্যবিত্তদের চিন্তা চেতনায় বিরোধ দেখা দেয়। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপকভাবে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন যোগায়।
- **১০. স্বায়ত্ব শাসন উপেক্ষা :** পূর্ব পাকিস্তানিরা পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা থেকে স্বায়ত্ত্বশাসন কামনা করছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছিল। ফলে স্বায়ত্ত্বশাসন বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ায় জনগণ স্বাধীনতার আকংখা জাগ্রত করে এবং যুক্ত ফ্রন্টের পক্ষে রায় দেয়।
- **১১. সংবিধান প্রণয়ন না করা :** পাকিস্তান সৃষ্টির পর মসলিম লীগ সরকার সংবিধান প্রণয়নে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে সুশীল সমাজ তথা বুদ্ধিজীবী সমাজ মুসলীম লীগের প্রতি সমর্থন হারিয়ে ফেলে বা প্রত্যাহার করতে থাকে। পক্ষান্তরে, যুক্তফ্রন্ট সংবিধান প্রণয়ন করবে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে।
- পরবর্তীতে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী চক্রান্ত করে ৯২ (ক) ধারা জারি করে ১৯৫৪ সালের ৩০মে যুক্তফ্রন্ট মন্তিসভা ভেঙে দেয় এবং কেন্দ্রের শাসন চালু করে।

ধন্যবাদ